

দুর্নীতির কমিশনেও দুর্নীতি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ অক্টোবরঃ আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও চিৎফাভ সংস্থা ভিবজিওরের সম্পত্তি গোপনে বিক্রি ও হাতিবদল করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগ ঘিরে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। কমিটির হেফাজতে থাকা সম্পত্তি কীভাবে বেহাত হলা! তা খতিয়ে দেখতে এবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট আদালত। এখনও যে সন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি, সেগুলি অবিলম্বে সিজ করার প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি সুদীপ দেবের ভিভিশন বেধা। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত কমিটির



হেফাজতে থাকা সম্পত্তি বেআইনিভাবে বিক্রির অভিযোগ নিয়ে মামলাটি উঠলে এদিন রাজ্য সরকার জানায়, ডিরেক্টরেট অফ ইকোনমিক অফসেস-কে দিয়ে ইতিমধ্যেই একটি প্রাথমিক তদন্ত চালানো হয়েছে। তাদের পেশ করা ‘প্রাইমা ফেসি’ (প্রাথমিক) রিপোর্টে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। দেখা গিয়েছে, ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে একাধিক সম্পত্তি নিম্নম ভেঙে হাতিবদল করা হয়েছে। শুধু উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সের ৫৪ কোটির সম্পত্তিই নয়, রাজ্যের একাধিক প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সম্পত্তিও এভাবেই হস্তান্তরিত হয়েছে বলে সরকারি আইনজীবী আদালতে স্বীকার করেছেন। পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্টের জন্য রাজ্যের তরফে আরও কিছুটা সময় চাওয়া হয়েছে। আমানতকারীদের আইনজীবী স্তব্ধাশি চক্রবর্তী, অরিন্দম দাসের দাবি, নিষেধাজ্ঞার ফাঁকিফোকর গলে সেই সমস্ত অন্য নামের সংস্থায় সম্পত্তি ঘুরিয়ে অবশ্যে রেজিস্ট্রি ও বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। কমিটির নজরদারি এড়িয়ে এই বিপুল অঙ্কের টাকা তহরুপের অভিযোগ তোলে দেন তারা। আগামী ২৬ নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন রাজ্য সরকার, গঠিত কমিটি এবং ইডি-তিন পক্ষকেই তাদের বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

পুঞ্চ জেলায় অনুপ্রবেশের হুক বানচাল!

সংবাদ সংস্থা, পুঞ্চ, ১৩ অক্টোবরঃ জম্মু-কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের চেষ্টার অভিযোগ। খতম চার পাকিস্তানি জঙ্গি। অভিযোগ, পুঞ্চ জেলায় নিয়ন্ত্রণেরাখা পেরিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিল তারা। সেই সময় মহিন বিশ্বেশ্বরের মৃত্যু হয় চারজনের। নিহতদের মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন লঙ্ঘর-ই-তহিবাব এক শীর্ষ কমান্ডারও। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় কেজি সেক্টর দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল চার পাকিস্তানি জঙ্গি। নিয়ন্ত্রণেরাখা পার



হওয়ার সময় আচমকই মাইন বিশ্বেশ্বরণ ঘটে। সেই বিশ্বেশ্বরণেই চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। নিহত চার জঙ্গির পরিচয়ও সামনে এসেছে। তারা হল মহম্মদ ইশতিয়াক, মহম্মদ ফৈজান, মহম্মদ ওয়াকাশ এবং মহম্মদ আলিম। এদের মধ্যে মহম্মদ ফৈজান লঙ্ঘর-ই-তহিবাব শীর্ষ কমান্ডার বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, নিহত চারজনেই পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দা। তবে, কী উদ্দেশ্যে ওই চার জঙ্গি ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনা থিরে সীমান্ত এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, সমাজের বৈচিত্র্য!

ভারত কেন ‘গণতন্ত্রের জননী’, বোঝালেন প্রধানমন্ত্রী

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবরঃ বিশ্বজুড়ে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাপ্রাই টেইনের সফট ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার আবহেই ভারতের স্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খতার কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি ভারতকে ‘গণতন্ত্রের মা’ হিসেবে উল্লেখ



করেন এবং জোর দিয়ে বলেন, “ভারত কোনও দেশের ক্ষতি করে বা কারও ওপর আধিপত্য বিস্তার করে সমৃদ্ধি অর্জন করে না।” দেশের সমাজ ব্যবস্থা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের নির্ভরযোগ্যতার পক্ষে একাধিক তথ্য তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। বৈশ্বিক গণতান্ত্রিক বাকস্বাধীনতা এবং বিভিন্ন মতামত গ্রহণের পরিবেশে প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান পেশ করেন। বলেন, ভারতে ১০০টিরও বেশি ভাষা প্রচলিত রয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৮০ হাজারেরও বেশি নিবন্ধিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় এবং ১,০০০-এর বেশি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল সক্রিয় রয়েছে।

এবং খোলামেলা আলোচনার ক্ষেত্রেও বহুগুণ শক্তিশালী করেছে। মোদির সংযোজন, “আমাদের উদ্দেশ্য কেবল নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নয়, বরং সাধারণ মানুষকে ক্ষমতাবান করা।” চলতি বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) ভারতের ৭.৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং ৭০০ বিলিয়ন ডলারের গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়া বৈদেশিক মুদ্রার সংস্কারের কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন যে, আন্তর্জাতিক বাজারে ভারত এক বিশৃঙ্খল সংযোগী। আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব ও শীর্ষ শিল্পপতিদের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা বৈশ্বিক বিনিয়োগকারী ও কূটনৈতিক মহলে ভারতের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করল বলে মনে করা হচ্ছে।

আলিমুদ্দিনের সামনে চণ্ডীপাঠ সনাতনীরা বললেন, ‘শ্রী চণ্ডীর মন্ত্র কানে গেলে পাপ মুক্ত হবে’



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ অক্টোবরঃ তৈরি করা হয়েছে মঞ্চ। রয়েছে মাইক। বসে আছেন কয়েকজন। তাঁর নিজেদের সনাতনী হিন্দু বলে দাবি করছেন। ঠিক আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে ঢোকার মুখেই চণ্ডীপাঠ করছেন তারা। ‘রিপাবলিক পার্টি অব ইন্ডিয়া’র উদ্যোগে এই চণ্ডীপাঠের আয়োজন করা হয়েছে। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে রয়েছে রাজ্য সিপিএম-এর সদর দফতর। রাস্তার একদিকে রয়েছে সেই অফিস আর অন্য দিকেই মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে মাইকে চণ্ডীপাঠ করা হচ্ছে। সিপিএম-এর যাতে শুভবুদ্ধির উদয় হয় সেই কারণেই এই চণ্ডীপাঠ সনাতনীরা করছেন বলে দাবি। এক সদস্য বলেন, “যখন কেউ কোনও পাপ করে তখন সে জানে না পাপ করছে নাকি গুণ্য করছে। কারণ, তাদের মনে যে পাপ সঞ্চয় হয়েছে তা খণ্ডন করতে আমরা শ্রী শ্রী চণ্ডীর মহামন্ত্র মাইক বাজিয়ে তাদের কানের গোড়ায় করছি। এই চণ্ডীপাঠের মন্ত্র তাদের কানের ভিতর ঢুকবে, আমার বিশ্বাস তাঁরা তাঁদের পাপ থেকে মুক্ত হবে।” এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সিপিএম নেতা সূজন চক্রবর্তী বলেন, “ওদের প্রয়োজন মনে হয়েছে তাই করেছে। কার কী আসল-গেলা। ওদের কাজ কম যদি থাকে, আর মনে হয় চণ্ডীপাঠ করাই একমাত্র কর্তব্য, এটা রাস্তার উপর করা যায়। কার কী এসে যায়? আমাদের কিছুই এসে যায় না। আর চণ্ডীপাঠ রোজ করা ভালো।” আরেক সিপিএম নেতা কলতান দাশগুপ্ত বলেন, “গোটা জেন জি বিজেপির কানে এমন মন্ত্র ভরে দিয়েছে যে বিজেপি বাস্তব আর স্বপ্নের ফারাক তুলে গেছে। আর ধর্মারণ যে কেউ করতে পারেন। কিন্তু আলিমুদ্দিন বলে এজেসি বোস রোডে কেন করছে জানি না। আমাদের গেটে ধর্মবিবেচী মানুষ বাসে সাকর্ষই স্বাগত।”

তোলাবাজি মামলায় অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন সব্যসাচী দত্ত



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ অক্টোবরঃ পুজোর মুখে বড় স্তি পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা বিধায়ক সব্যসাচী দত্ত। তোলাবাজির মামলায় মঙ্গলবার তাকে অন্তর্বর্তী জামিন দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে পুজোর আগেই তাঁর জেলমুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর গত জুন মাসে তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগে প্রেফতার হয়েছিলেন সব্যসাচী। তার পর থেকে জেলবন্দি ছিলেন তিনি। জামিনের জন্য একাধিক বার কলকাতা হাইকোর্টের সভাসাচী। তার পর থেকে জেলবন্দি ছিলেন তিনি। জামিনের জন্য একাধিক বার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেও প্রথম দিকে স্তি মেলেনি। শেষ পর্যন্ত প্রায় চার মাস পর, পুজোর আগে তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করল আদালত। ২০১৮ সালের একটি তোলাবাজির অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৮ জুন রাতে রাজারহাটের বাড়ি থেকে

বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ স্যাবসীচী দত্তকে প্রেফতার করেছিল। অভিযোগ ছিল, ওই বছর এক স্থানীয় ব্যবসায়ীর কাছে তাঁর হয়ে লোক পাটিয়ে এক কোটি টাকা দাবি করা হয়েছিল। তারপর থেকেই জেলবন্দি ছিলেন সব্যসাচী। প্রেফতারির মাত্র ৫৭ দিনের মাথায় তাঁর বিরুদ্ধে বারাসত আদালতে ১ হাজার ৭৬০ পাতার চার্জশিট পেশ করেছিল পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ তাঁর এক ঘনিষ্ঠ নদিয়ার তৃণমূল নেত্রীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাঁর কাছ থেকে কেজি কেজি সোনা উদ্ধারের তথ্যও সামনে আসে। এর আগে এই মামলায় অপর অভিযুক্ত বিদ্যুৎ গঙ্গোপাধ্যায় অন্তর্বর্তী জামিন পেলেও সব্যসাচী দত্তের জামিনের পালেঘাট বারবার খারিজ হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে দীর্ঘ তিন মাস কারাবাসের পর পুজোর ঠিক আগে হাইকোর্ট থেকে অন্তর্বর্তী জামিন পাওয়ায় রাজনৈতিক মহলে নতুন চর্চা শুরু হয়েছে। এই মামলার তদন্তভার হাতে নেওয়ার পর সব্যসাচী ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের ১৯টি আস্তানায় একযোগে ম্যারাথন তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই অভিযানের পর ঠিক কী কী চাঞ্চল্যকর তথ্য ও

● এরপর ৬ পাতায়...

ছারপোকা, আরশোলারা দেশকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বনগাঁ, ১৩ অক্টোবরঃ বনগায় দুর্গাপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়ে পূর্বতন বিশফ্রন্ট ও তৃণমূল সরকারকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন আরও দৃঢ় করার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি দেশবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ তুলে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে উঠে এল ‘ছারপোকা’ ও ‘আরশোলা’দের মতো শব্দ। একই সঙ্গে কাশ্মীরের স্বাধীনতার দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলনকারীদেরও কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর আহ্বান, দেশের নিরাপত্তা ও ঐক্য বজায় রাখতে সকলকে একজোট হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশে দাঁড়তে হবে। বনগাঁর অনুষ্ঠানে শুভেন্দু বলেন, “ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে যে মেলবন্ধন রয়েছে, তাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।” তাঁর কথায়, অনেক ছারপোকা, আরশোলারা দেশের ভিতরে থেকে দেশকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে, এদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। দিমাগি নকশালার কাশ্মীর মাস্টে আজাদি বরফে, এদের থেকেও সতর্ক থাকতে হবে। সকলে মিলে একজোট হয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত শক্ত করুন।” মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু

হয়েছে। দেশকে দুর্বল করার চেষ্টা এবং কাশ্মীরের স্বাধীনতার দাবির প্রসঙ্গ তুলে তিনি যে বার্তা দিতে চেয়েছেন, তার কেন্দ্রে ছিল জাতীয়

গুরুত্ব দেয়নি। সীমান্ত এলাকায় পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য বিএসএফকে জমি দেওয়ার ক্ষেত্রেও টিলেমি দেওয়া

সুরক্ষার বিষয়টিকে একই সূত্রে রেখে শুভেন্দু বোঝাতে চান, রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং প্রতিবেশী দেশে নির্যাতিত



এক্য ও দেশের নিরাপত্তার বিষয়টি। অনুষ্ঠানে নাগরিকস্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ এবং সীমান্ত সুরক্ষার প্রসঙ্গেও পূর্বতন সরকারগুলির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, আগের সরকার সিএএ-র বিরোধিতা করার পাশাপাশি অনুপ্রবেশ রুখতে সীমান্ত সুরক্ষার বিষয়টিকেও যথেষ্ট

হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সীমান্ত সুরক্ষার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশে নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের ভারতে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে সিএএ কার্যকর করার কথাও তুলে ধরেন তিনি। সিএএ এবং সীমান্ত

সংখ্যালঘুদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা তাঁর সরকারের অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে। দুর্গাপুজোর অনুমতি দেওয়ার বিষয়টিও এ দিনের বক্তব্যে তুলে ধরেন শুভেন্দু। বিরোধী আসনে থাকাকালীন বিজেপি বারবার অভিযোগ করেছিল, বাংলায় দুর্গাপুজো আয়োজনের ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হয়। সেই প্রসঙ্গ টেনে

জ্ঞানেশ-বিরোধী আন্দোলন ও এসআইআর নিয়ে মামলার শুনানি পিছল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবরঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দিল্লিতে চলমান আন্দোলন, পুলিশ অত্যাচারের অভিযোগ ও আইনি জটিলতা সংক্রান্ত একগুচ্ছ আর্জির শুনানি পিছিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মালা বাগচী এবং বিচারপতি ডি মোহনোর গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চই এই মামলার মূল শুনানি নির্ধারিত ছিল। তবে বিচারপতি ডি মোহনোর হঠাৎ অসুস্থতার কারণে মামলাটির শুনানি আগামী ১৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে বিরোধী বিক্ষোভ ও পুলিশ ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনার ছবি ফুটে ওঠে। সাংবাদিক নিগ্রহের মতো গুরুতর অভিযোগে অসন্তোষ প্রকাশ করে শীর্ষ আদালত দিল্লি পুলিশের একজন শীর্ষ অধিকারিককে স্বশরীরে আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দেয়। দিল্লিতে আন্দোলন কড়াকড় করতে গিয়ে একাধিক মহিলা সাংবাদিক পুলিশের হাতে শারীরিক হেস্তার শিকার হয়েছেন বলে যে পিটিশন দায়ের হয়েছিল, তার প্রেক্ষিতেই এই কড়া নির্দেশ। একই সঙ্গে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার বিশেষ আবেদনের ভিত্তিতে ৯ অক্টোবরের নির্দেশ পালনের রিপোর্ট পেশ এবং অন্যান্য আদালত অবমাননা মামলার জবাব জমা দেওয়ার সময়সীমাও বাড়িয়ে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত স্থির করা হয়েছে।

এদিনের শুনানিতে ২০২৩ সালের ‘চিফ ইলেকশন কমিশনার অ্যান্ড আদার ইলেকশন কমিশনার্স অ্যাক্ট’-এর ১৬ নম্বর ধারাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই আবেদন পেশ করা হয়েছে। আইনটির এই বিশেষ ধারায় অফিশিয়াল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনারদের সব ধরনের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা এবং আইনি পদক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ

বেঞ্চ দিল্লির নাগরিক জীবন স্বাভাবিক রাখতে এবং আইনজীবীদের কাজের নিরাপত্তা দিতে একাধিক কড়া নির্দেশ দিয়েছিল। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছিল, সংবিধান ও নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া শাস্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের যথেষ্টভাবে আটক করা যাবে না। শুধু তাই নয়, সুপ্রিম কোর্ট চত্বরের আশপাশ থেকে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারার সতর্কতামূলক সমস্ত বোর্ড অবিলম্বে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়, যাতে বিচারপ্রার্থী ও আইনজীবীদের কোর্টে আসার ক্ষেত্রে কোনও ভয় বা প্রতিবন্ধকতা তৈরি না হয়। রাজধানীর মেট্রো, রেল ও ইন্টারনেট পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার পাশাপাশি পুলিশের অযৌক্তিক ব্যারিকেড পর্যালোচনার সুনির্দিষ্ট নির্দেশও বহাল রাখা হয়েছে। গত সোমবার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে ‘ইন্ডিয়া’ সুপ্রিম কোর্ট অভিযানের প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন নির্দিষ্ট প্রতিবাদ পক্ষেই হওয়া মানানসই, আদালতকে এসবের মধ্যে জড়ানো একেবারেই অনুচিত। তবে প্রত্যেক আইনজীবীর শাস্তিপূর্ণ আন্দোলনে যোগ দেওয়া এবং নিজেদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে অবাধ চলাচলের অধিকার রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ১৫ অক্টোবর মামলার পরবর্তী শুনানিতে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ কী নির্দেশ দেয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।



‘দায়মুক্তি’ বা সুরক্ষা দেওয়া হয়েছিল। এডিআর-এর বক্তব্য, এই ধারা নির্বাচন কমিশনকে সমস্ত রকম আইনি জবাবদিহিতার উর্ধ্বে তুলে দিচ্ছে, যা দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য বিপজ্জনক। সুপ্রিম কোর্ট এই আবেদনটি গ্রহণ করে কেন্দ্র ও কমিশনকে নোটিশ জারি করেছে। এর আগে গত ১১ অক্টোবর বিচারপতি জয়মালা বাগচী ও বিচারপতি ডি মোহনোর বিশেষ

নির্বাচন কমিশনারদের আইনি সুরক্ষা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা

কেন্দ্রকে নোটিস পাঠাল শীর্ষ আদালত

শর্তাবলী এবং কার্যকাল) আইন’-এর ১৬ নম্বর ধারাটিকে চ্যালেঞ্জ করে এই পিআইএল জমা করা হয়। আদালত এই মামলাটিকে ইতিমধ্যেই



বিচারাধীন অন্যান্য একই মামলার সঙ্গে যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। আইনের ১৬ নম্বর ধারায় স্পষ্ট বলা দেওয়ার সময়সীমাও বাড়িয়ে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত স্থির করা হয়েছে।

তাঁদের সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় যে সব কাজ করবেন, তার বিরুদ্ধে কোনও আদালত দেওয়ানি বা ফৌজদারি অভিযোগ গ্রহণ করতে পারবে না। এডিআর-এর তরফে এই ধারাটিকে কড়া ভাষায় চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। তাদের যুক্তি, এই ধারা নির্বাচন কমিশনারদের একচ্ছত্র এবং নির্বিচারে আইনি দায়মুক্তির সুযোগ

দিয়েছে। এরফলে তাঁরা সাংবিধানিকভাবে জবাবদিহি করার দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি পাচ্ছেন। এমনকি ভারতের রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, বিচারক কিংবা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও এমন নজিরমস্তরী সুরক্ষা পাওয়া যায় না বলে পিটিশনে দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি, এই ধারাটি যেভাবে পাস করানো হয়েছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে আবেদনকারী সংস্থা। তাদের অভিযোগ, ২০২৩ সালের ১০ আগস্ট সংসদে পেশ করা মূল বিলে বা চার আগস্টের উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতিতে এই আইনি সুরক্ষার কোনও কথাই ছিল না। পরবর্তীতে শেষ মুহূর্তে একজিকিউটিভ সংশোধনী হিসেবে এটি যোগ করা হয় এবং সেদিন বহু

● এরপর ৬ পাতায়...

ছারপোকা, আরশোলারা দেশকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ২০২৫ সালে ১২ হাজার পুজো কমিটিকে পুজো আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাঁর বক্তব্য, এ বছর সেই কমিটিগুলি অনুমতি পেয়েছে। এই দাবি তুলে ধরে শুভেন্দু বলেন, বাংলার মানুষ অনেক বিশ্বাস ও ভরসা করে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। সেই ভোটের মাধ্যমে রাজ্যে যে পরিবর্তন এসেছে, তা এখন মানুষের সামনে স্পষ্ট হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর আশ্বাস, রাজ্যের মানুষের প্রত্যাশা ও স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যেই কাজ করবে নতুন সরকার। দুর্গাপুজোর উদ্বোধনী মঞ্চকে কেন্দ্র করে এ দিন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক বিষয়ও উঠে আসে। একদিকে দেশের ঐক্য ও নিরাপত্তা রক্ষার আহ্বান, অন্য দিকে সিএএ, সীমান্ত সুরক্ষা এবং পুজোর অনুমতি নিয়ে পূর্বতন সরকারকে আক্রমণ - সব মিলিয়ে বনগাঁর অনুষ্ঠান থেকে একাধিক রাজনৈতিক বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। পুজোর আবহে দেওয়া এই বক্তব্যে শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের মানুষের কাছে সরকারের পরিবর্তনের তাগিদ তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তাঁর বক্তব্যের শেষ সুর ছিল, মানুষ যে আশা ও বিশ্বাস নিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছেন, সেই প্রত্যাশা পূরণ করাই সরকারের দায়িত্ব।

শুভেন্দুর কথা মতো নামল বাহিনী!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ অক্টোবরঃ দুর্গাপুজোর সময়ে রাজ্যে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা বরাদ্দ করা হবে না, দরকারে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানো হবে- মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হুঁসিয়ারির পরেই কার্যত তাঁর বাস্তব প্রতিফলন দেখা গেল কলকাতায়। পুলিশের ‘অনুমতিহীন’ তকমা স্টেটে মমতা তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল শুরু হতেই তা আটকে দেওয়া হয়। তবে রুট আটকে দেওয়ার পরেও দম্নে না গিয়ে সেখানেই সভা শুরু করেন কুলাল ঘোষ, দোলা সেন, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়রা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে তও দিল্লি। এসআইআর প্রক্রিয়া ও ভোটের কার্যচাপার অভিযোগে সরব হয়ে বিরোধী শিবির লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে সেই বিক্ষোভে সামিল হয়ে



পুলিশের হাতে আটক হওয়ার পর, সেই ঘটনার প্রতিবাদেই মঙ্গলবার রাজবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত ‘বিপুল প্রতিবাদ মিছিল’-এর ডাক দিয়েছিল মমতা তৃণমূল। গণতন্ত্রের কঠোরপন্থা, দিল্লিতে নেত্রীর ওপর পুলিশি ধরপাক। এবং তরুণ প্রজন্মের ওপর দমনপীড়নের অভিযোগ তুলে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পূর্ববঙ্গীয়া অনুযায়ী মঙ্গলবার দুপুরে মিছিল শুরু হতেই রাজবাজার এলাকায় বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যারিকেড দিয়ে পথ আটকে দেয়। মিছিলের নেতৃত্বে থাকা কুলাল আক্রমণ শানিয়ে বলেন, “যেভাবে কাল রাত থেকে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় বাহিনী হুমকি দিয়েছে এবং পুলিশ নামিয়ে ভয়ে পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, তাতে আমরা প্ররোচনায় পাইনি। কিন্তু আমাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল। দিল্লি ভয় পেয়েছে, ভয় পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার। আমরা ‘জ্ঞানেশ কুমার ভোট চোর, ভোট চোর গান্ধি ছোড়’

● এরপর ৬ পাতায়...

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বিরোধীদের আক্রমণ গণতন্ত্রের পক্ষে উদ্ব্বেগজনকঃশেখাওয়াত



যোধপুর, ১৬ অক্টোবরঃ সাংবিধানের মূল চেতনা নিহিত রয়েছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাষ্টিত্ব, নিরপেক্ষতা এবং বিতর্কের উর্ধ্বে থাকার মধ্যে। গত কয়েক বছরে, বিশেষত ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর বিরোধী দলগুলি যেভাবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো এবং দুর্বল করার চেষ্টা করেছে, তা দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী জ্যেদ্ধ সিং শেখাওয়াতা। মঙ্গলবার যোধপুর বিমানবন্দরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় শেখাওয়াত বলেন, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন কিংবা সরকারের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে লাগাতার প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানোর প্রবণতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে। কয়েক দশক ধরে দেশ শাসন করা কংগ্রেস দল এবং তার নেতৃত্বের এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। তিনি বলেন, রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপ দীর্ঘমেয়াদে দেশ ও গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। ভোটার তালিকার বিশেষ নির্দিষ্ট সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে বিরোধীদের অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে শেখাওয়াত বলেন, বিরোধী দলগুলির মনোভাব বেছে বেছে প্রতিবাদ করার মতো। তিনি বলেন, পঞ্জাব ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে বিরোধীরা সেইভাবে প্রশ্ন তোলে না, যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী ফলাফলের পর প্রশ্ন তোলা হয়। তাঁর বক্তব্য, কংগ্রেস যেখানে নির্বাচনে সাফল্য পায়, সেখানে নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। কিন্তু যেখানে পরাজয়ের মুখে পড়ে, সেখানে নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্নে প্রকাশ করতে শুরু করে। শেখাওয়াত বলেন, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সুবিধা অনুযায়ী নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেওয়া কিংবা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যথাযথ নয়। প্রাক্তন বিধায়ক অতাব সিং ভাডানার সঙ্গে সম্পর্কিত মারধর ও খুনের ঘটনা প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শেখাওয়াত একে দুর্ভাগজনক বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিষয়টি তত্ত্বাবাপেক্ষ। অতাব সিং ভাডানা প্রাক্তন বিধায়ক এবং প্রবীণ নেতা। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও ছিল বলে জানান শেখাওয়াতা। তিনি বলেন, কোনও ব্যক্তির সঙ্গে এ ধরনের বিশৃঙ্খল আচরণ ও হিসার ঘটনা গুরুতর বিষয়। দোধীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে শেখাওয়াত বিজেপির জয়ের ব্যাপারে আস্থা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, পূরনসভা ও নগর স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে যেভাবে বিজেপি সাফল্য পেয়েছে, একইভাবে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতীষ্ঠানের নির্বাচনেও দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সোশ্যাল মিডিয়া মারফত ফেসবুক পেজে এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লিখেছেন যে, ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ দিবসে বিনশ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি । উল্লেখ্য, ভগিনী নিবেদিতার প্রকৃত নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। অ্যারো- আইরিশ বংশোদ্ভূত সমাজকর্মী, লেখিকা, শিক্ষিকা এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ছিলেন।

যোধগা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথাযথ ও নিরংযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চে নির্দেশ অনুযায়ী থাকা হচ্ছে।

উজ্জ্বল ভারত, জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস ৭.০ রাখল আইএমএফ

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : বিশ্ব অর্থনীতি যখন নানামুখী সংঘাত ও শৃঙ্খগতির ঝুঁকির মুখে, তখন ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে জোর আদ্য প্রকাশ করল আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (আইএমএফ)। আইএমএফ-এর সাম্প্রতিক পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৬ এবং

২০২৭- উভয় বর্ষেই ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি ৭.০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। অভ্যন্তরীণ শক্তিশালী চাহিদা, পরিকাঠামোর সরকারি বিনিয়োগ এবং ধারাবাহিক সংস্কারের ফলেই ভারত প্রধান অর্থনীতির দেশগুলির মধ্যে শীর্ষ বৃদ্ধির ধারা বজায় রাখবে বলে ইঙ্গিত

দেওয়া হয়েছে।ভারতের ইতিবাচক পূর্বাভাসের বিপরীতে বিশ্ব অর্থনীতির সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সতর্কবার্তা জারি করেছে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি। আইএমএফ জানিয়েছে, বিশ্ব অর্থনীতি এখনও স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে, তবে সেই স্থিতিশীলতা আগের চেয়ে অনেক বেশি ভঙ্গুর

এবং অসম হয়ে পড়ছে। ভূ- রাজনৈতিক অস্থিরতা, জ্বালানি তেলের দামের ওঠানামা এবং বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির উদ্বেগের মাঝেও ভারতের ৭ শতাংশ বৃদ্ধির এই পূর্বাভাস ভারতীয় অর্থনীতির মজবুত ভিত্তিকে পুনরায় প্রমাণ করল।

বায়ুদূষণ মোকাবিলায় দিল্লিতে সবুজ বিপ্লব ইলেকট্রিক বাস, ইভি চার্জিং স্টেশনের উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : আসন্ন শীতের মরশুমে রাজধানীর বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একগুচ্ছ বড়সড় পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ নিল প্রশাসন। কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত যৌথভাবে মঙ্গলবার রাজধানীতে ১৫০টি নতুন ইলেকট্রিক বাসের ফ্ল্যাগ অফ করেন। একই সঙ্গে জনসাধারণের সুবিধার্থে এটি নতুন পাবলিক ইভি চার্জিং স্টেশন এবং বায়ুর গুণমান সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য ১৬টি নতুন ধারাবাহিক পরিপার্শ্বিক বায়ুর মাপক যন্ত্রকে কেন্দ্র-এর উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা সহ প্রশাসনিক



শীর্ষ কর্তারা।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে যান সেই দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে পারি, সেই লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি সরকারের তপস্বতর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, দিল্লির

বায়ুদূষণ সংকট মোকাবিলায় আমরা যাতে সবাই দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে পারি, সেই লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার নেতৃত্বে এখন এক সমন্বিত উদ্যোগের সূচনা হলো। তাঁর

নেতৃত্বের অধীনে আমরা সম্প্রতি ১১ দফা কর্মপরিকল্পনা দিয়েছিলাম। দিল্লির সবচেয়ে দূষণগ্রন্থব হটস্পটগুলিতে তিনি সফলভাবে এই ১১ দফা পরিকল্পনা রূপায়ণ করেছেন। পরিসংখ্যান তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দাবি করেন, গত ৬০ আগস্ট এখানকার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স যেখানে ছিল ৪৬০, ধারাবাহিক পদক্ষেপের ফলে এখন তা নেমে এসেছে ৯২-তে। গণপরিবহণ ব্যবস্থায় ১৫০টি পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক বাস যুক্ত হওয়া এবং নতুন ১৬টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র চালুর ফলে দিল্লির দূষণ নজরদারি ব্যবস্থা ও গ্রিন মোবিলিটি পরিকাঠামো আরও জোরদার হলো বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

উত্তর-পূর্ব ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণঃসিদ্ধিয়া

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : উত্তর-পূর্ব ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, পরম্পরা এবং উন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে পড়ুয়াদের অংশগ্রহণকে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্যা সিদ্ধিয়া। তিনি বলেন, এ ধরনের অলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের কাছে এই অঞ্চলের বৈচিত্র্যকে কাছ থেকে জানার সুযোগ তৈরি হয়। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং জাতীয় ঐক্য ও শক্তিশালী হয়।কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, মিজোরামে দু’দিনের সফরকালে মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন সিদ্ধিয়া। মন্ত্রকের ‘দর্শন’ কর্মসূচির আওতায় উত্তর-পূর্ব ভারত সফরে আসা গোয়া ও চণ্ডীগড়ের পড়ুয়াদের সঙ্গেও তিনি দেখা করেন। তাঁদের

অভিজ্ঞতা ও মতামত নিয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।মঙ্গলবার মন্ত্রক সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, গত এক বছরে এই কর্মসূচির আওতায় ৫৯০ জনেরও বেশি পড়ুয়া অংশগ্রহণ করেছেন। উত্তর-পূর্ব ভারত এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ও সংযোগ বৃদ্ধি করা এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য। পাশাপাশি, এই অঞ্চলের পরম্পরা, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত সম্ভাবনা সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে পরিচিত করানোও এর লক্ষ্য।সিদ্ধিয়া বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই উদ্যোগ। এর মাধ্যমে তরুণদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, দেশের বৈচিত্র্য সম্পর্কে বোঝাপড়া গড়ে তোলা এবং ভারতের উন্নয়নযাত্রায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূমিকা আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য মিলবে।

ভারত ও ইউএই সফরে কানাডার বিদেশমন্ত্রী অনিতা আনন্দ, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও কৌশলগত সহযোগিতা আরও গভীর করতে চার দিনের গুরুত্বপূর্ণ সফরে আসছেন কানাডার বিদেশমন্ত্রী অনিতা আন্দ।

আন্দ। ১৬ অক্টোবর থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি এই দুটি দেশ সফর করবেন বলে কানাডা সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।ভারত সফরকালে অনিতা আনন্দ ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস. জয়শঙ্করের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হবেন। এই বৈঠকে বাণিজ্য, জ্বালানি নিরাপত্তা, জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগ এবং প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির মতো ঐখ্য রোডম্যাপের অগ্রাধিকারমূলক বিষয়গুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরের পর থেকে এটি হতে চলেছে মন্ত্রী অনিতা আনন্দ এবং বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের মধ্যে ১১তম বৈঠক, যা দুই দেশের মধ্যে অব্যাহত উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগ এবং ক্রমবর্ধমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রতিফলন। নয়াদিল্লি সফরকালে কানাডার বিদেশমন্ত্রী ভারতের রাজধানীতে চলমান সম্মানজনক ‘ব্লুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরাম’-এ যোগ দেবেন।

সেখানে পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থা এবং মধ্যম ক্ষমতার দেশগুলির ভূমিকা নিয়ে আয়োজিত একটি বিশেষ প্যানেল আলোচনায় বক্তব্য রাখবেন তিনি। দুই দেশের সাম্প্রতিক কূটনৈতিক সমীকরণের প্রেক্ষিতে এই সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer (Civil), Br-XI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :- NIT No. : XII/110/016/26-27/R Name of work : Desilting of drain with allied work at Briji East, Briji West and surrounding areas in Ward No.110, Br-XI. Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : Rs.2,78,928.53. Earnest Money : Rs.5,600.00. Period of Completion : 60 Days. Last Date and Time of submission of Bid : 05.11.2026 - 5 p.m. Date and Time of Opening of Bid : 07.11.2026 - 5 p.m. The bid forms and other details are available on and from 29.10.2026 - 5 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work :- NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/030/2026-2027/D Name of work : Restoration of Paver Block passage with allied works at Azhar Molla Bagan and other location, near Premises No.J424, J526, J18/5 etc. in Ward No.134, Br-XV. Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : Rs.2,97,226.23. Earnest Money : Rs.6,000.00. Period of Completion : 90 Days. Last Date and Time of submission of Bid : 04.11.2026 - 12 noon. Tender will be opened on : 06.11.2026 - 12 noon. The bid forms and other details are available on and from 14.10.2026 - 5 p.m. from the website https://wbtdenders.gov.in The Executive Engineer (Civil), Borough-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :- 1.NIT No. : KMC/IX/075/012/2026-2027 (2nd Call) Name of work : Renovation of Community Hall at 2, Shah Rajab Road in Ward No.075. Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : Rs.2,98,772.00. Earnest Money : Rs.6,000.00. Period of Completion : 45 Days. Last date and time of submission of bid : 30.10.2026 - 12 noon. Tender will be opened on : 02.11.2026 - 12 noon. The bid forms and other details are available on and from 13.10.2026 - 5 p.m. (for SI.No.1 & 2) from the website https://wbtdenders.gov.in (for SI.No.1 & 2). The Executive Engineer (Civil), Br-III, KMC invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following work :- NIT No. : KMC/EE-III/014/17/26-27 (1ST CALL) Name of work : Repairing of passage at B1/1A/H/70, B.B. Ghosh Sarani, 3/1E, Satcowrie Mitra Lane and its surrounding areas in Ward No.14 excavated by W.S.	
Deptt. Estimated Cost : Rs.2,99,772.00. Earnest Money : Rs.6,000.00. Period of Completion : 30 Days. Last Date and Time of submission of Bid : 02.11.2026 upto 12 noon. Date and Time of opening of Tender : 04.11.2026 on or after 12 noon. The bid forms and other details shall be available on and from 13.10.2026 - 12 noon from the website https://etender.wb.nic.in The Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following work :- NIT No. : X/081/004/2026-2027 Name of work : Maintenance of Asphaltum Road near 492, 515, 2, B.B. Upadhya Road, BL-m, etc. New Alipore, in Ward No.081, Br-X. Estimated Value (Including GST & CESS) : Rs.2,66,181.68. Earnest Money : Rs.5,400.00. Time of Completion : 90 Days. Last Date and Time of Submission of Bid : 04.11.2026 - 5 p.m. Date and Time of Opening of Bid : 06.11.2026 - 12 noon. The Bid forms and other details are available on and from 14.10.2026 from 5 p.m. from the website https://etender.nic.in The Executive Engineer (Civil), Br-VIII, KMC invites E-Auction online for following works :- 1. NIA No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/O&M/PUT/04/2026-2027 (2nd Call) Name of work : Operation and maintenance of Pay & Use toilet situated at the corner of Yakub Park (crossing of Garcha Road & Hazra Road) in Ward No.86, Br-VIII. Royalty Charge : Rs. To be quoted. Earnest Money : Rs.15,000.00 (Paid in Draft). Time of Contract : 36 Months. 2. NIA No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/O&M/PUT/04/2026-2027 (2nd Call) Name of work : Operation and maintenance of Pay & Use toilet situated at Southern Park near Ramakrishna Mission, opposite to Nivedita Uddyan in Ward No.86, Br-VIII. Royalty Charge : Rs. To be quoted. Earnest Money : Rs.15,000.00 (Paid in Draft). Time of Contract : 36 Months. Last Date and Time of submission of Documents/EMD payable : 18.11.2026 at 5 p.m. (for SI.No.1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 14.10.2026 - 5 p.m. (for SI.No.1 & 2) from the website https://eauction.gov.in/ (for SI.No.1 & 2). The Executive Engineer (Civil), Br-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :- 1. NIT No. : KMC/E.E(C)/Br-XVI/124/013/26-27/2nd Call Name of work : Improvement of road by laying Jhama and Hot-Mix at M.G. Road bye lane, near Sacred Heart Church in Ward No.124, under Br-XVI. Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : Rs.2,91,912.58. Earnest Money : Rs.6,000.00. Period of Completion : 30 Days.	2.NIT No. : KMC/E.E(C)/Br-XVI/143/016/26-27 Name of work : Improvement of road by laying Jhama and Hot-Mix at Srijanj Park-II near Pre.No.140/8/72, 140/8/73/ Ward No.143. Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : Rs.2,98,977.69. Earnest Money : Rs.6,000.00. Period of Completion : 30 Days. Last Date and Time of submission of Bid : 28.10.2026 - 12 noon (for SI.No.1 & 2). The Tender will be opened on 30.10.2026 - 12 noon (for SI.No.1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 13.10.2026 - 5 p.m. (for SI.No.1 & 2) from the website https://etender.wb.nic.in (for SI.No.1 & 2). The Executive Engineer (Civil), Br-XII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :- 1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/024/26-27 Name of work : Cleaning of Pond at Kalikapur near Matangani Hospital including removal of Weeds Water Hyacinth during Chhat Puja in Ward No.106. Estimated Cost : Rs.1,59,862.64. Earnest Money : Rs.3,500.00. Period of Completion : 40 Days. 2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/027/26-27 Name of work : Repairing of road by laying of Hot Mix & Ancillary Works near Prem. No.152 Kalikapur Gitanjali Park 2nd Street & others in Ward No.106. Estimated Cost : Rs.2,95,571.98. Earnest Money : Rs.6,000.00. Period of Completion : 40 Days. 3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/22/26-27 Name of work : Cleaning and renovation of Nonadanga Pond, R.R Plot Pond including removal of Weeds, Water Hyacinth etc. for Chhat Puja purpose in Ward No.108, Br-XII. Estimated Cost : Rs.1,50,750.02. Earnest Money : Rs.3,100.00. Period of Completion : 50 Days. 4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/019/26-27 Name of work : Maintenance of drainage system by changing of damaged PIT covers near KBK Stadium & surrounding area in Ward-109, Br-XII, KMC. Estimated Cost : Rs.2,21,592.38. Earnest Money : Rs.4,500.00. Period of Completion : 115 Days. 5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/021/26-27 Name of work : Construction of U/G drain near Prem. No.3626 Nayabad (Ashirbad Apartment) in Ward-109, Br-XII, KMC. Estimated Cost : Rs.3,92,364.66. Earnest Money : Rs.8,000.00. Period of Completion : 90 Days. Last Date and Time of submission of Bid : 28.10.2026 - 1 p.m. (for SI.No.1 to 5). Date and Time of Opening of Bid : 30.10.2026 - 1 p.m. (for SI.No.1 to 5). The bid forms and other details are available on and from 13.10.2026 - 5 p.m. (for SI.No.1 to 5) from the website https://etender.wb.nic.in (for SI.No.1 to 5).

বৃহস্পতিবার থেকে উপকূলের জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। তবে নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাবে বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহ বিদদের মতে, পুজোর আনন্দে বৃষ্টি খুব বেশি প্রভাব ফেলবে না। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে মঙ্গলবার একটি নিম্নচাপ তৈরির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। নিম্নচাপটির অভিমুখ অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে। মঙ্গলবার আবহাওয়া দপ্তরের বিজ্ঞানী সৌর্য বন্দ্যোপাধ্যায় এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। বুধবার বিকেলের দিকে কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের দু-একটি জয়গায় হালকা বৃষ্টির সমান্য সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার ফের শুষ্ক হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মূলত পরিষ্কার আকাশ ও শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। শুক্রবার ও শনিবার পার্শ্বিৎ, কালিঙ্গং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতায় মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোমবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমারও ইঙ্গিত দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

পুজোর আগে দুর্গাপুরে চালু পাঁচটি বিদ্যুৎচালিত বাস, পরিবেশবান্ধব গণপরিবহণে জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৬ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর আগে দুর্গাপুরের গণপরিবহণ ব্যবস্থায় নতুন সংযোজন। শহরে চালু হল পাঁচটি বিদ্যুৎচালিত বাস। মঙ্গলবার দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার বাস টার্মিনাস থেকে এই বাস পরিষেবার শুভ সূচনা হয়। বাসগুলি বিভিন্ন রুটে চলাচল করবে। সম্পূর্ণ বাতানুকূল ও পরিবেশবান্ধব এই বাসগুলিতে যাত্রীদের আরামদায়ক যাতায়াতের পাশাপাশি বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সুবিধার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। নতুন বাসগুলিতে রয়েছে অত্যাদৃশ্যিক আসন এবং হুইলচেয়ার ওঠানো-নামানোর বিশেষ ব্যবস্থা। ফলে প্রতিবন্ধী যাত্রীদের যাতায়াত আরও সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশবান্ধব গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। জানা গেছে, ন্যাশনাল স্কিন এয়ার প্রোগ্রাম (এনসিএপি)-এর আওতায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের আর্থিক সহায়তায় বাসগুলি কেনা হয়েছে। প্রতিটি বাসের আর্থমানিক মূল্য ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। নতুন পাঁচটি বাস তিনটি রুটে চলাচল করবে। এর মধ্যে একটি বাস বেনোচিত থেকে দুর্গাপুর সিটি সেন্টার হয়ে শহরের বিভিন্ন রুটে পরিষেবা দেবে। বাকি বাসগুলির মধ্যে দুটি দুর্গাপুর-বর্ধমান এবং দুর্গাপুর-বার্নপুর হয়ে আসানসোল রুটে চলেবে। এই নতুন পরিষেবা চালু হওয়ায় দুর্গাপুরের অভ্যন্তরীণ গণপরিবহণের পাশাপাশি আন্তঃশহর যাতায়াত ব্যবস্থাও আরও উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পুজোর মুখে নতুন বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় যাত্রীদের যাতায়াতে সুবিধা হবে।

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY	
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074	
Tender Notice No. 387	Tender Notice Date: 13/10/2026
NOTICE INVITING E-TENDER	
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of e-Tender NIT No. 387/10/2026-2027 dated 13/10/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in /contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.	
Last date of E-Submission: 29/10/2026.	
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender. Without giving any reason.	
	Executive Officer South Dum Dum Municipality

রাশিফল

মেসঃ নিজের উপস্থাপন ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ পেলে, তার সন্যাবহার করুন। আশানার কথা বলার দক্ষতা সকলের প্রশংসা কুাবে। সম্ভারোও আপনাকে গর্বিত করতে পারে। পরিবারের বয়স্ক মানুষগুলির জন্যও হাতে একটু সময় রাখুন। বিবাহের যোগ । ব্যঃস্বতঃস্ফূর্ততা সহ আন্তরিকতা আজ আপনাকে চালিত করবে। চোখ-কান খোলা রাখুন, বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। **মিথুনঃ**আজকে আপনি নিজের আগ্রহের বিষয়গুলির পিছনে সময় দিতে চাইবেন। আপনি পরিবারকে অনেক বেশি সময় দেনে এবং আপনার সম্ভারনে সবে যত-সম্ভব সময় কাটানো এবং তাদেরকে আপনার স্নেহ ও ভালোবাসায় ভরিয়ে দেনে।

কর্কটঃ আপনার কাজের দ্রুত গতি সবাইকে অবাক করবে। পড়ে থাকা সব কাজ আর প্রোজেক্ট ফলপু্র হবে। তবে, গ্রন্থালোবা বা উদাসীনভাবে কোনও কাজ না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সিংহ : আজ সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মিশ্র ফল নিয়ে আসবে। সমসারে শান্তি হতে পারে।

কর্কটঃ আজ কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত ভালো একটি দিন। আপনার নৈদৈনি কাজকর্ম এবং মানসিকতা ইতিবাচকতা থাকবে, যা আপনাকে আরও ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করবে। আপনার চিন্তাভাবনার ক্ষমতা এবং বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

তুলাঃ আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। পরিবারের প্রয়োজনীয়তাসহ আসরে আপনার স্ত্রীর সাথে কিছু মূল্যবান জিনিস কিনতে যেতে পারেন, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতি দৃষ্টিটা টানটান করে তুলতে পারে। বিবাহের যোগ। **বৃশ্চিকঃ** আজ বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সামগ্রিকভাবে একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। আজ আপনারা চারপাশের শক্তির প্রভাব অনুভব করবেন, যা আপনারদের প্রতিদ্বন্দ্বকে আরও গভীর ও আকর্ষণীয় করে তুলবে। যে।

মেসঃ আপনার সঙ্গে আজ এমন একজনের দেখা হবে যিনি আপনাকে গুরুদ্ব করেন।

কারণও মনের কেন্দ্রে থাকা উপভোগ করুন। **মকরঃ** আপনি যে দিকেই এগিয়ে যান না কেন, সাফল্যর ইঙ্গিত পাবেন। সন্তান হতে পারে আজ।

স্ক্রুভঃ ভাগা বিীরের সঙ্গী, আপনি ছাড়া এটা আর কে এত ভালো জানে ?

মীনঃ আপনার প্রাত্যহিক রুটিনটি ভালোভাবে বোঝানোর জন্য আপনি পরামর্শ করবেন, কিন্তু আপনার গ্রন্থের অবস্থান ভালো না হওয়ার কারণে আজকে আপনি সর্বােক্ষ সাফল্যর সঙ্গে সামলাতে পারবেন না। আপনাকে শেরী ধীরে থাকতে এবং যা যেরকম সেভাবেই ছেড়ে দিতে বলা হচ্ছে কিন্তু পরিবর্তনের অবশ্যিকাকেও ছেড়ে দোখের না। সন্তান হতে পারে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩১৪ সংখ্যা, বুধবার , ২৬ আশ্বিন, ১৪৩৩

কলকাতার মিষ্টি

ইতিহাসের হাজার নথি ঘাঁটলেও এই থন্মের উত্তর পাওয়া যাবে না। তবে ইতিহাস এটা অবশ্যই বলে যে, বাঙালি জাতির বিশ্বজোড়া প্রসিদ্ধি রয়েছে তাঁর রসনার জন্য। সেজন্যই, প্রাচীন বঙ্গের বাঙালি নারীরা, ‘৬৪ রকমের বাগ্জন’ ও হরেক রকম মিষ্টান্ন বানাতে জানতেন। অতীতে, উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন ছিল ‘ক্ষীরের তৈরি লাডু’। সেই ‘লাডু’ ছাড়া, ‘বিহার’ ও ‘উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশের’ মিষ্টান্ন ছিল ‘ক্ষীরের তৈরি প্যাড়া’। অতীতে, উত্তর ভারতে ছানার তৈরি মিষ্টান্নের কোনো বলাই ছিল না এবং বর্তমান সময়েও বিশেষ নেই। ছানার তৈরি মিষ্টান্ন বঙ্গদেশেরই বৈশিষ্ট্য। বাঙালিদের ছানা তৈরি করার শিখন পদ্ধতি। যদিও বাঙালি ছানা তৈরি করা শিখেছে পর্তুগিজদের কাছ থেকে, তবুও অতীতে ছানা দিয়েই হরেক রকম মিষ্টান্ন তৈরি করতেন বাঙালি নারীরা। এ ছাড়া তাঁরা ক্ষীরের, ময়দার, নারকেলের ও ডালবাটার মিষ্টান্নও তৈরি করতেন। ময়দা দিয়ে তৈরি মিষ্টি । সেই সময়, বাংলার ঘরে ঘরে সেগুলো তৈরি হত। পুরানো কলকাতায় ময়দা দিয়ে তৈরি মিষ্টান্নের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল - ‘জিভেগজা’। ক্ষীর দিয়ে তৈরি মিষ্টি। ক্ষীর দিয়ে তৈরি খাবারের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল - ‘ক্ষীরের পুতুল’। নারকেল দিয়ে তৈরি মিষ্টি । আর নারকেল দিয়ে তৈরি খাবারের মধ্যে বিখ্যাত ছিল -- ‘চন্দ্রপুণ্ডি’ ও ‘নারকেল নাড়ু’। পুরানো কলকাতার-র মিষ্টির দোকানের হাল-হকিকত। অতীতে, ‘জিভেগজা’টা সমগ্র বাঙালি জাতির কাছে খুব প্রিয় একটা খাদ্য ছিল। বিশ শতকের শুরুর দিকের কলকাতায়, মিষ্টির দোকানগুলো থেকে, এক পয়সা মূল্যে চারখানা ‘জিভেগজা’ কিনতে পারা যেত, সেগুলোর সঙ্গে আবার কিছু ‘রোঁদে’ ‘ফাউ’ হিসেবে দেওয়া হত। সেই সময়, ছানা দিয়ে তৈরি খাবারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন ছিল ‘সদৈশ’। পুরানো কলকাতার সদৈশের দোকানগুলোর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে প্রাচীন -- সেটা বলা কঠিন। বিশ শতকের শুরুর দিকের কলকাতার প্রতি পাড়াতেই অন্তত একটা করে সদৈশের দোকান দেখা যায়। সেই সময়ের কলকাতার, ‘নতুন বাজারে’ ‘মাখন ময়রা’র সদৈশই ছিল সবথেকে চমৎকার। সেই দোকানো কেবলমাত্র সদৈশই বানানো হত। কড়া ও নরম দু-রকম পাকেরই। ‘৮০-র দশকের ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য়, জনৈক ‘জীবনতারা হালদার’, পুরানো কলকাতার মিষ্টি নিয়ে একটি প্রবন্ধে স্মৃতিচারণ করে লিখেছিলেন, আমাদের ছেলেবেলায় জোড়াসাঁকো ছিল মিষ্টির জন্য বিখ্যাত। এখনকার মতো তখন অলিগলিতে মিষ্টান্নের দোকান ছিল না। জোড়াসাঁকো অঞ্চলে দোকান ছিল দশ- বারোটা। সে সময় ময়দার মিষ্টিরই বেশি চল ছিল। ময়দার মিষ্টির মধ্যে আবার বেশি চলত ‘গজা’ ও ‘মতিদর’। ছাতুবাবুর বাজারে ছিল সবথেকে বড় ছানাপট্ট। পরমাছটা স্ট্রিটেও ময়রাপট্টি ছিল। সেখানে বিখ্যাত ছিল নাথ ময়রার কাঁচাগোলা। বউবাজারে বনকৃষ্ণ গুই-এর ছানার পোলাউ, পাশ্চাত্য, দরবেশ ও বৌদের স্বাদ ছিল সুন্দর। পাশ্চাত্য পরে রূপান্তরিত হয় লেডিকেনিতে।

গৌরী সেনের টাকা

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। এই প্রবাদটি এখনও বাংলার মাঠে-ঘাটে শহরের অলিতে গলিতে বহু লোকের মুখে শোনা যায়। পশ্চিমবঙ্গে গৌরী সেনের নাম জানে না, এরূপ লোক বিরল। কিন্তু জানেন কি এই গৌরী সেন কোনো কল্পনা নন!আদর্পেই বঙ্গরাজ রক্তাংগসের মানুষ.. এ বালোরই সুসজ্ঞান..। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ছগলী শরেরের অন্তর্গত বালি নামে এক পন্নীতে জন্মগ্রহণ করেন গৌরী সেন। তাঁর সম্পূর্ণ নাম গৌরী শঙ্কর সেন। তিনি জাতিতে উল্লেখনযোগ্য ছিল তাদের মধ্যে এক ব্যবসায়ীর নাম আজও প্রবাদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। ব্যবসা- বাণিজ্য, ধর্মকর্ম, জনকল্যাণ মূলক কাজে এই মানুষটি বর্তমান প্রজন্মের কাছে ডালাহরণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন গৌরী সেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ পূরন্দর সেন সমুগ্রাখের পতনের পর পূরন্দরের বংশধর হলধর সেন ছগলীতে এসে বসবাস করেন। সেইসময় পর্তুগিজরাই ছিল, ছগলীর শাসনকর্তা, ইংরেজ শাসন তখনও এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হলধর-এর প্রপৌত্রের নাম ছিল অনিরুদ্ধ সেন, অনিরুদ্ধের পুত্রের নাম নন্দরাম। আর নন্দরামের পুত্র হল গৌরী সেন। প্রথমেই বলে রাখি, কলকাতার বিখ্যাত প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে বৈষ্ণবচরণ শেঠ সর্বাপেক্ষা পুরাতন লোক ছিলেন। প্রায় একশো বছর আগে বড় বাজারে তাঁর বাসস্থান ছিল। তাঁর সময়ে যে সমস্ত লোক ব্যবসা বাণিজ্য করতেন তাদের মধ্যে বৈষ্ণব বাবু একজন অত্যন্ত পরায়ন এবং ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। তেলঙ্গানার রাজকুমার রামারাজ কলকাতা থেকে দেবারাধনার জন্য যে গঙ্গা জল নিয়ে যেতেন, সেই গঙ্গা জল বৈষ্ণব চরণের মোহরাঙ্কিত না হলে তিনি ব্যবহার করতেন না। এই গৌরী সেন ব্যবসার সুত্রে বৈষ্ণব চরণের অংশীদার ছিলেন। বৈষ্ণব শেঠ এক সময়ে অনেক দস্তা কেনেন। কিন্তু পরীক্ষা করে জানা যায়, এই দস্তার মধ্যে রূপোর অংশ ছিল বেশী। সেই সময় বৈষ্ণব চরণ ভাবলেন, গৌরী সেনের নামে দস্তা কেনার ফলে রাস্কের বদলে রূপায় এসে দাঁড়িয়েছে। এরপর ধর্মভীরু, কর্তব্য পরায়ন বৈষ্ণব চরণ সর্বকিছু বিক্রি করে সমস্ত টাকাই গৌরী সেনকে দিয়ে দেন। গৌরী সেন অসাধারণ সৌভাগ্য সম্পদের অধীশ্বর ছিলেন, তাঁর প্রতি সৌভাগ্য দেবীর আকস্মিক কৃপা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। বাংলার প্রথম গির্জা ব্যাল্ডেল চার্চের দেওয়ান ছিলেন গৌরী সেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। আবঙ্গল শক্তি দাত্রী

বিবেকানন্দ দর্শন



স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মা সারাদ কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমাবাভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে পথ। শক্তিকে গ্রহণ করলে কোনও পথ ছড়ে এগিয়ে চললে জয় করা সম্ভব তার উপায় বের করতে হবে। সেই পথটা তিনি দেখান। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের

হচ্ছে শক্তির উৎস মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে।নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে ফিরে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সশুখের দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। নরনেরকে জয় করার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি মা থাকেন।

মলঙ্গালেনে বিপ্লবীদের দুর্গা পূজো

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে মলঙ্গা লেনের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে। এখানে ‘যুগান্তর’ এবং ‘অনুশীলন সমিতি’র বিপ্লবীরা গোপন শলাপরামর্শ করতেন।“1990 an association named Atmonnati Samiti came into being in Calcutta at the initiative of Satish Mukherjee and Nilbaran Bhattacharya, which grew into an ac-tive revolutionary group under the leadership of Bipin Behari Gangly within a few years” (Kolkata and its police A history of city police from Charnock’s to present day (page, 324) ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পরিকল্পনা রচিত হতো। এখানে বিপ্লবীদের দ্বারা একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তার নাম হয় ‘জাতীয় আন্তর্গ্রাণ সমিতি’। এর আগে ‘আত্মোন্নতি সমিতি’ একটি বিপ্লবী গুপ্ত সংস্থা তৈরি হয়েছিল। সেই সমিতির গুরুদেব ছিলেন অনুকূল মুখার্জি। বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাস্‌দুলীও এই সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন। ‘জাতীয় আন্তর্গ্রাণ সমিতি’র এই সংস্থার পুরোধা ছিলেন বিপ্লবী অনুকূল মুখার্জি (গুরুদেব), বিপ্লবী বিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, এবং বিপ্লবী গিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মধ্য কলিকাতা মলঙ্গা লেন ব্যায়াম সমিতির দেবী পূজো অনুষ্ঠিত হয় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ৩৪ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমান নিমচন্দ্র স্ট্রিটে) অবস্থিত কলকাতা পুরসভার একটি প্রাথমিক স্কুলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এই স্কুলটি ‘জলকল’ স্কুল নামে পরিচিত ছিল।



পূজোর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিপ্লবী প্রথম খন্ড দাশ এই দেবী প্রতিমা পূজো করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেললেন। কিন্তু সতীশ চন্দ্র দে তাঁর বাড়ির দালানে দেবী পূজো করার ব্যাপারে নিম্নরাজ ছিলেন। কারণ সেই সময়ে ব্রিটিশ পুলিশ এই পূজোর ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছিল। বিপ্লবী অনুকূল মুখার্জি ও গিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কটালির ইন্দুভূষণ বিদকে রাজি করিয়ে ৩৪ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পুরসভার প্রাথমিক স্কুলে ফেললেন। সেই সময় থেকে এই পূজো ‘জলকল’ পূজো নামে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে খ্যাতিলাভ করলে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় এই পূজো আয়োজন করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কলকাতার বাসিন্দারা কলকাতা ছাড়তে শুরু করে দিয়েছিল বোমা পড়ার ভয়ে। কিন্তু পূজো বন্ধ হয়নি। ছোট করে হলেও পূজো হয়েছিল। কিন্তু গোল বাধে পুলিশ এলে।চাল,

ডাল, চিনি কোথায় থেকে এলো তার কেফিয়ং চেয়ে বসে স্থানীয় থানার ওসি। যদিও ওসি পূজো বন্ধ করার পক্ষ ছিলেন না। তিনি পরোক্ষভাবে চাকরি বাঁচিয়ে যাতে পূজো হয় তার ব্যবস্থা করতে শুরু করলেন। প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকানের মালিক মানিক লাল নাগ (ভীম নাগের মিষ্টির দোকান) চিনি দিয়ে সাহায্য করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা চাল, ডাল, দিয়ে পূজোকে বাঁচিয়ে রাখেন। থানার ওসির পরোক্ষ সহযোগিতা না থাকলে সে বছর পূজো করা একবারে অসম্ভব ছিল। পূজোকে কেন্দ্র করে বাংলার বিপ্লবীরা এখানে এসে উপস্থিত হতেন। লালবাজারের পুলিশের দেওয়ালে অকালবোধনের একটি ছবি দেখতে পায়। বিপ্লবীরা উৎসাহিত হয়ে অকালবোধন

ডাল, চিনি কোথায় থেকে এলো তার কেফিয়ং চেয়ে বসে স্থানীয় থানার ওসি। যদিও ওসি পূজো বন্ধ করার পক্ষ ছিলেন না। তিনি পরোক্ষভাবে চাকরি বাঁচিয়ে যাতে পূজো হয় তার ব্যবস্থা করতে শুরু করলেন। প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকানের মালিক মানিক লাল নাগ (ভীম নাগের মিষ্টির দোকান) চিনি দিয়ে সাহায্য করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা চাল, ডাল, দিয়ে পূজোকে বাঁচিয়ে রাখেন। থানার ওসির পরোক্ষ সহযোগিতা না থাকলে সে বছর পূজো করা একবারে অসম্ভব ছিল। পূজোকে কেন্দ্র করে বাংলার বিপ্লবীরা এখানে এসে উপস্থিত হতেন। লালবাজারের পুলিশের দেওয়ালে অকালবোধনের একটি ছবি দেখতে পায়। বিপ্লবীরা উৎসাহিত হয়ে অকালবোধন

বেলায় তাঁরা দেবী দর্শন করতেন। দিনের বেলায় বিপ্লবীরা বড় একটা বের হতেন না। সেই সময়ে বিপ্লবীরা পুলিশের চোখের আড়াল থেকে পূজোয় অংশ গ্রহণ করতেন। মলঙ্গা লেনকে ব্রিটিশ পুলিশেরা খুঁই ভয় পেত। বিপ্লবীরা যদি রাতের বেলায় বোমা মারে সেই কারণে মলঙ্গা লেনের ধারে কাছে ব্রিটিশ পুলিশরা থাকতো না। তারা দু’র থেকে মলঙ্গা লেনের ওপরে নজরদারি চালাতো। তবে দিনের বেলাতেও মলঙ্গা লেনে গলির ভিতরে ব্রিটিশ পুলিশেরা ঢুকতে ভয় পেতো। এই মলঙ্গা লেনে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন গৌরী কুন্তির স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনিই শিক্ষা জগতে একটি মাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি ব্রিটিশ সরকারের অবৈদন্যকর কাজ করে দিলে বিলতে যাত্রা স্বাগত রেখেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বিলতে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসার করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু স্যার আশুতোষ

মর্ত্যে মা দুর্গা ও দেবতাদের অস্ত্রাগার

সমৃদ্ধ দত্ত

মর্ত্যে দেবতাদের অস্ত্রাগার। হাওড়ার বীরশিবপুরেরে গুটিনাগড়ি বাংলার অন্য আর পাঁচটা গ্রামের মতই একটা গ্রাম। গোয়ালিয়া মোড় থেকে গুটিনাগড়ি গ্রামের ঢালাই করা রাস্তায় ধরে চলতে চলতে চোখ দুটো জুড়িয়ে যায়। শান্ত জনজীবন, কিশোর কিশোরীদের অলস চলাফেরা, শিশুদের নিস্পাপ চাহনি। বিস্তীর্ণ সবুজের প্রান্তর। কখনও রোদ কখনও বৃষ্টি। আকাশে দস্য মেঘের দাপদাদি। বৃষ্টি ভেজা হাওয়ায় উদ্দিশু সবুজের উল্লাস। পুকুরে চোখ মেলে চেয়ে থাকা শালুকের দল। কাছে দূরে কাঁশ ফুলের ডেউ। এমন মনোরম পরিবেশ পেরিয়ে গুটিনা গড়ি গ্রামে ঢুকতেই কানে ভেসে আসে ভয়ংকর সব অস্ত্রের বন বানানি। মনে প্রশ্ন জাগে এমন শাস্ত গ্রামে কেন এতো অস্ত্রের আফ্লাল। গুটিনাগড়ি প্রতিটি ঘরে ঘন এক একটা অস্ত্রাগার। এখানে সব ঘরেই অস্ত্র তৈরি হয়। বাংলার এ এক আজব গ্রাম। যাকে অস্ত্র গ্রাম বললেই সঠিক বলা হয়। তবে মজার বিষয় হল, এই গ্রামের তৈরি অস্ত্র কোন সাধারণ মানুষের ব্যবহার করতে পারে না। এই অস্ত্র শুধুই দেবতাদের ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়।



যুদ্ধ কথটা শুনলেই মনে এক ভয় ও শঙ্কার ভগ্ন নেয়। সেই বিখ্যাত গানের বানী মনে পড়ে যায়। মনে প্রশ্ন জাগে ‘ওরে যুদ্ধ করে করবি কি তা বল’। তবুও যুদ্ধ করতেই হয়। এক এক যুদ্ধ সময় অবসরযা এবং অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সমগ্রান্ত্র ছাড়া যুদ্ধ তো সম্ভব নয়। অস্ত্রাগারে চরম ব্যস্ততা। এ যুদ্ধ এক মহা যুদ্ধ, মহৎ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ।অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে শুভ শক্তির বিজয়েরযুদ্ধ। অশুভ শক্তির প্রতিক মনুষ্যসুরের দল শুভ শক্তির প্রতিক দেবী দুর্গার যুদ্ধ। পুরানে মহিষাসুর সম্পর্কে বেশ কয়েকটি মত প্রচলিত আছে। তার মধ্যে অন্যতম- শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত

দুর্গাকে। মহিষাসুর নিধনে দেবকুল দেবী দুর্গাকে তাদের আয়ুধ দিয়ে বলীয়ান করে তুললেন। দেবা দিদের মহাদেব দিলেন ত্রিশূল, বিষু দিলেন চক্র, বরুন দিলেন শঙ্খ, অগ্নি দিলেন শক্তি, বায়ু দিলেন ধনুঃবান, দেবরাজ ইন্দ্র দিলেন বজ্র, যম দিলেন দন্ড, ব্রহ্মা দিলেন রত্নদ্বাক এবং কমন্ডল, মহাকাশ দিলেন খগের সঙ্গে চাল, শেষেনাগ দেবীর হাতে তুলে



অত্যাচারী রভাসুরের শরীরে ভয়ঙ্কর কামের বাসনা জন্মাল। রভাসুর কাম চরিতার্থ করতে ওই সাহস্‌বতী যুবতী মহিষের সঙ্গে সঙ্গমে গিল্প গেল। এই সঙ্গমের ফসল হিসাবে জন্ম নিল মহিষা সুর। যার রূপ হল মহিষ এবং মানুষের সংমিশ্রনের আকার। শিনুরের বরপ্রাপ্ত রত্ন পুত্র মহিষাসুরের অত্যাচারে এক সময় স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। মহিষাসুর দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে স্বর্গ অধিকার করে নিল। স্মৃচ্যুত অসহায় দেবতার দল রাজা ফিরে পেতে হাজার হাজার লোকের কাছে । ব্রহ্মা জানিয়ে দিলেন একমাত্র কোন অমিত শক্তির অধিকারিণী নারীশক্তি অত্যাচারী মহিষাসুরকে বধ করতে পারবে। এমন কথায় দেবতারা মহিষাসুর বধের উদ্দেশ্যে তাঁদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করলেন অপরূপা নারী দেবী

বাঙালি ঘরে আজও মুসুর ডাল নিরামিষ না হয়ে আমিষ থাকলো

অনিকেত নন্সর

সুর ডাল বৃত্তান্ত। কথিত আছে পুরাণ এ যে মুসুর ডাল মহিষের রক্ত রঞ্জিত, তাই নিমিষ পদে তার ঠাই।বল্লাল সেনের দানসাগরে তিল মাষ মুগ মুসুর কলথ কুলটি কলাই আঢ়কী আড়র চণক (ছোলা) ডালের কথা জানা যায়। বৃহদর্ম পুরাণের সুভাষিতদ্রুকায়ে মসুর মুগ তিল চণক ডালের উল্লেখ থাকলেও নীহাররঞ্জন রায় বাঙালি র ইতিহাসে ডাল খাওয়ার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে মাছে ভাতে এর মতো ডালে ভাতে বাঙালি আমাদের পরিবার বিশেষত শ্রী যুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র পোদ্দার এর বড় পুত্রটির ওরফে আমার বাবাই এর ডাল ছাড়া মণি হারা ফণী। তবে পছন্দের ডাল মুসুর,তাই ঠাম্মা হেঁসেলে পা না দিলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোষ্টেল থেকে ফেরা বা বর্ধমান থেকে বাড়ি আসলে দেহতাম সবার আগে হেঁসেলে ঢুকতেন, ভাত আর ডাল সবার আগে



হেঁসেলে চরে কারণ সে সময় ১২-৩০-১টার মধ্যে পোদ্দার বাড়িতে দুপুরে খাওয়া দাওয়া র চলন ডাল সেক্ষ হলে সেই ডাল ঠাম্মা বড়পুত্রের জন্য আলাদা করে সরষে তেল কাঁচা লংকা দিয়ে বাটিতে তুলে রাখতেন প্রায় সাথে সারমের দুটি ওরফে কুটুন বুড়ের মাছ ভাজার আগে কড়া করে মাছ ভাজা তুলে রাখতেন কারণ ডাল সেক্ষ সাথে খেতে ওনার বড় পুত্র ভালোবাসেন তাই। আমাদের মাথা দিয়ে বা নিরামিষ,অহুদ্রর ডাল হিং দিয়ে চাপ চাপ ঘন করে, ছোলার ডাল নারকেল বাদাম হিং ফোড়নে দিয়ে ঘন বা পাতলা, এগুলো দিয়ে ভিজিয়ে বড়ার রসা বা ধোকা র ডালনা গর্ব মোচা সহযোগে,পুকুড়ি ঘি দিয়ে।মটরের ডাল ক্ষেপে অবশ্য চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে কাঁচা আম দিয়ে বা বড়া

টিনের পাতের আয়তনের উপর নির্ভর করে এক একটা টিনের পাতে কত সংখ্যক এবং কি আকারের অস্ত্র তৈরি হবে। কাতানের সাহায্য একেবারে



নিখুঁত ভাবে কারিগররা টিনের পাত কেটে অস্ত্রের আকার ফুটিয়ে তোলে। তবে টিনের পাত কাটলেই কিন্তু অস্ত্র তৈরি হল না। একটা বিশেষ কৌশলে পাতলা লকলকে অস্ত্রগুলিকে শক্ত এবং সোজা করা হয়। পরবর্তী কাজ একটা ছোট লোহার ছুচলো দড় দিয়ে অস্ত্রগুলোকে হালকা করে ভাজ করা। এই পদ্ধতিকে কারিগরদের নিজস্ব ভাষায় বলে ‘টানা বা টান’ দেওয়া। এই টান বা টানা সম্পন্ন হলেই পাতলা লকলকে টিনের অস্ত্রগুলো অভুত ভাবে সোজা ও টানটান হয়ে যায়। এরপর কারিগরেরা তাঁদের নিখুঁত হাতে সেই অস্ত্রগুলির উপর সারিবদ্ধভাবে ছোট ছোট ছিদ্র করে বিভিন্ন নকশা ফুটিয়ে তোলে। এমন নকশার পর অস্ত্রগুলি দানবকর রূপ পায়। শেষ পর্যায়ে চলে রঙের কাজ। সাদা,লাল এবং সবুজ রঙের সাহায্য পাঁচা এবং ঢালের উপর চোখ আঁকা হয়।প্রত্যেকটা অস্ত্রের বিভিন্ন অংশে এবং ত্রিশূলের ফলা রঞ্জিত করা হয় লাল রক্তবর্ণ। কারিগর পরিবারের মহিলা থেকে কিশোর - কিশোরী লেখাপড়ার মাঝে অস্ত্র তৈরির কাজে হাত লাগায়। মহিলারা প্রধানত তাঁদের কোরমল আঙ্গুলে সূচায় ভাবে

করনের প্রক্রিয়া। বিভিন্ন মাপের অস্ত্রকে আলাদা আলাদা করে প্রথমে প্লাস্টিকের মধ্যে, এবং শেষে বাগ্ন ভর্তি করে বাজারে পাঠানো হয়। সারা বছর ধরেই এই গ্রামে অস্ত্র তৈরি চলতেই থাকে। তবে অগাধয় মাস থেকে শুরু হয়ে যায় চুরাস্ত তৎপরতা। অস্ত্র প্রস্তুতকারীরা নাওয়া খাওয়া ভুলে দিন রাত অস্ত্র তৈরি করে চলে। এই সময় গুটিনাগড়িতে পা রাখলেই দূর থেকে কানে ভেসে আসে অস্ত্র তৈরির টুং টাং থেকে বনবন শব্দের বনবানানি। রংের পর থেকে ধীরে ধীরে অস্ত্র বিক্রি শুরু হয়ে যায়।

সাধারণত এই রঙের অস্ত্র এখানে তৈরি হয়। রূপালী এবং সোনালী। টিনের পাতলা পাত হল অস্ত্র তৈরির প্রধান উপাদান। প্রতিটি অস্ত্রের জন্য আলাদা আলাদা ছাঁচ রয়েছে। প্রথমে টিনের পাতের উপর অস্ত্রের ছাপ (ডাইস) রেখে একটা ছোট ধারালো বাটালির সাহায্যে অস্ত্রের আকার ফুটিয়ে তুলতে হয়। এরপর শিল্পীরা নিপুণ ভাবে কাতানের (কাটার) সাহায্যে টিনের পাত কেটে মা দুর্গা থেকে অসুর এবং অন্য দেবতাদের হাতের খাঁরা,ত্রিশূল, চাল, তরোয়াল,শশ্ব, চক্র, বজ্র , গদা ,পন্থ, সাপ, বীনা এবং দন্ড থেকে অন্যান্য সব অস্ত্র তৈরি করে।

আর অফ-স্পিনে ভয় নেই, গড় ১০ থেকে একলাফে ৪২!

কীভাবে নিজেকে শুধরে নিলেন অভিষেক?

নিজস্ব প্রতিবেদন

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। প্রতিপক্ষ বোলারদের তালিকায় সলমন আধা, আরিয়ান দত্ত এবং উইল জ্যাকস। তিনজনেই ডানহাতি অফ-স্পিনার। আর প্রত্যেকের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে পরাস্ত হন অভিষেক শর্মা। টুর্নামেন্টে অফ-স্পিনারদের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যাটিং গড় ছিল মাত্র ১০.৬। ক্রিকে পা আটকো থাকা, আড়াআড়ি ব্যাট চালানো। ফলস্বরূপ, চরম ব্যর্থতা। কিন্তু তারপর থেকে ছবিটা একেবারে বদলে গিয়েছে। অফ-স্পিনের জুজু এখন অতীত। বিশ্বকাপের পর থেকে জাতীয় দলের জার্সিতে অফ-স্পিনারদের বিরুদ্ধে অভিষেকের গড় ৪২। স্ট্রাইক রেট ২৬৭। মোট ১৪টি ইনিংসে এসেছে দুরন্ত সাফল্য। বদলটার রীজ আসলে পোঁতা হয়েছিল আইপিএল থেকেই। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে অফ-স্পিনারদের বিরুদ্ধে গড় পৌঁছে যায় ৬২-তে,

স্ট্রাইক রেট নজরকাড়া ২৬০। পাঞ্জাবের হেডকোচ অমিত উনিয়ালের মতে, টার্নের বিরুদ্ধে না খেলে টার্নের দিকে শট খেলতেই লুকিয়ে রয়েছে সাফল্যের চাবিকাঠি। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, “বল শরীর থেকে দূরে গেলে আড়াআড়ি শট খেলা বিপজ্জনক। এখন ওর মধ্য একটা স্বচ্ছতা এসেছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, বল ঘুরছে কি না। যেখানে টার্ন নেই, সেখানে সোজা ব্যাটে খেলছে। আর যেখানে টার্ন রয়েছে, সেখানে অনায়াসে কভারের ওপর দিয়ে শট নিচ্ছে।” সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সহকারী কোচ সিংহেলমের গলাতেও একই সুর, “পরিস্থিতি খুব ভালোভাবে বিচার করতে শিখেছে ও। প্রথম দু’-এক বলে হয়তো একটু রক্ষণাশীল থাকো। কিন্তু পিচের গতি আর টার্ন বুঝতে পারলেই নিজের কাজ শুরু করে দেয়। স্পিনের বিরুদ্ধে সোজা শট নেওয়ায় দারুণ শক্তিশালী। তবে বল বেশি ঘুরলে



বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উইল জ্যাকসের বিরুদ্ধে প্রথম এই নতুন স্টাইলের ঝলক মেলে। ক্রিকে আটকে না থেকে জায়গা বানিয়ে ডাউন দ্য ট্র্যাকে এগিয়ে আসেন অভিষেক। যদিও সেদিন আউট হন। তবে চলতি ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ইন্দোরে রোস্টন চেজের বিরুদ্ধে এই বদলের পরিণত মেজাজের দেখা মিলেছে। প্রথম ওভারে চরম সতর্কতা। তারপর দ্বিতীয় ওভারে জয়গা বানিয়ে অফ সাইডে নিখুঁত বাউন্ডারি। হেলমটের মন্তব্য, “সঠিক পজিশনে আসা মানে নিজের জন্য একটু জয়গা তৈরি করা। অথবা লাইনের ভেতরে ঢুকে ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে মারা, যেখানে কোনও বাউন্ডারি রাইডার নেই। বিপক্ষ দু’ বা ডিপ মিড-অন রেখে ওকে আটকে রাখার চেষ্টা করে, তখন অভিষেক ফাঁকা জয়গা খুঁজে নিতে পারদর্শী।” তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে মাত্র ৩০ বলে ৬৯ রানের

বিশ্বংসী ইনিংস খেলার পর সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের এই বদলের রহস্য ফাঁস করেন অভিষেক। তাঁর কথায়, “প্রস্তুতি খুব জরুরি। দলের চাহিদা মেনে পাওয়ারপ্লে-র সুবিধা কাজে লাগাতে গেলে সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। আমার প্রস্তুতিটা খুব নির্দিষ্ট থাকে- কোন বোলার আমার জন্য কী ছক কষছে, আর আমি কীভাবে তার বিরুদ্ধে আধিপত্য বিস্তার করব।” ছেলের সাফল্যে বাবা রাজকুমার শর্মার মন্তব্য, “অভিষেক অফ-স্পিনারদের কখনওই বিপদ মনে করে না। অফ-স্পিন সামলানোর জন্য ওর হাতে যথেষ্ট শট রয়েছে। ব্যাটররা পেসারদের বিরুদ্ধেও তো আউট হয়, এটা একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার।” এককথায় বললে, পরিসংখ্যান আর আগ্রাসন-দুইয়ের মেলবন্ধনে এখন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে স্পিনারদের ত্রাস হয়ে উঠছেন ভারতের বাঁ-হাতি ডিনামাইট।

চোটের জন্য নিউজিল্যান্ড এ-র বিরুদ্ধে প্রথম দুই ম্যাচে নেই পন্থ

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৩ অক্টোবর: চোটের কারণে নিউজিল্যান্ড এ দলের বিরুদ্ধে ভারত এ দলের প্রথম দু’টি আন্তর্জাতিক টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন ঋষভ পন্থ। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছে ঝাডখণ্ডের উইকেটকিপার-ব্যাটার কুমার কুশান্তের। আগামী মাসে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের দুই টেস্টের সিরিজেও পন্থের খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। ১২ অক্টোবর পন্থের চাট নিয়ে মেডিক্যাল আপাটে প্রকাশ করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ইরানি কাপ চলাকালীন বাঁ দিকের নীচের পাঁজরের কাছে চোট পান ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার। সেই প্রতিযোগিতায় রেস্ট অফ ইন্ডিয়ায় নেতৃত্ব দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে দলকে জয় এনে দিয়েছিলেন তিনি। চিকিৎসকদের রিপোর্ট অনুযায়ী, পন্থের বাঁ দিকের নীচের পাঁজরের কাছে চোট ও প্রদাহ রয়েছে। তবে স্পষ্ট কোনও ফ্র্যাকচার ধরা পড়েনি। আশপাশের নরম টিস্যুতে ফোলাভাব থাকলেও উল্লেখযোগ্য পেশির ক্ষতি হয়নি।

‘ঝড়ের নাম বৈভব’, অথচ বেঞ্চে বসে জল বইছেন!

গম্ভীরদের ‘স্বৈরাচারী’ বলে আক্রমণে ছেলেবেলার কোচ

সংবাদ সংস্থা, সমস্তপুর, ১৩ অক্টোবর: ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। অথচ প্রথম তিন ম্যাচেই রিজার্ভ বেঞ্চে বৈভব সূর্যবংশী। সুযোগের অপেক্ষায় ভাগআউটে বসে স্বেচ্ছ প্রহর গুনছেন তরুণ ব্যাটার। আর এর জেরে এবার ঐশ্বের্যে বাঁধ ভাঙল বৈভবের ছোটবেলার কোচ মণীশ ওঝার। গৌতম গম্ভীরের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে সরাসরি “স্বৈরতন্ত্রের” অভিযোগ তুললেন তিনি। স্পষ্ট দাবি, এমন এক বিরল প্রতিভাকে খেলিয়ে তৈরি করার বদলে দিনের পর দিন বাইরে বসিয়ে রেখে কোচ নষ্ট করা হচ্ছে। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রথম তিন ম্যাচে শাই হোপের দলের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে জায়গা হয়নি বৈভবের। ২০২৬ এশিয়ান গেমসে ভারতের জার্সিতে নজর কেড়েছিলেন। তবু তাঁকে বেঞ্চে বসিয়ে রাখার সিদ্ধান্তে চরম ক্ষুব্ধ কোচ। সংবাদমাধ্যমে মণীশ বলেন, “বর্তমান ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করেন, রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে রেখেই বৃষ্টি প্লেরায় তৈরি করা যায়। তারা ঠিক সেই কাজটাই করছে। ক্রিকেটের বাকি কিংবদন্তিদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন। প্রত্যেকে একবারো স্বীকার করেন যে, আগামী প্রজন্মের তারকা তৈরি করতে হলে তাঁদের মাঠে রাখতে হয়। পরিস্থিতি সামলাতে দিতে হয়। বেঞ্চে বসে থেকে আজ পর্যন্ত কোনও খেলোয়াড় তৈরি হয়নি, আর ভবিষ্যতেও হবে না।” দিনের পর দিন সুযোগ না পেলে

আত্মবিশ্বাসে যে মরচে ধরে, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন মণীশ। প্রথম একাদশের বাইরে থাকতে থাকতে একজন তরুণ ক্রিকেটারের মনে হতেই পারে যে, দলে তাঁর আর কোনও প্রয়োজন নেই। কোচের তোপ, “হয় তারা খির করে ফেলেছে যে এই ছেলেটিকে কোনও সুযোগ



দেওয়া হবে না। তাই দিনের পর দিন বাইরে রেখে ওকে চূড়ান্ত হতাশা করা হচ্ছে। যখন একজন ক্রিকেটার দিনের পর দিন বাইরে বসে থাকে, তখন তার মনে হয় দলে আমার কোনও উপযোগিতাই নেই। হতাশা গ্রাস করে। এই বদলে ম্যাচ খেলে খেলে ওর পরিণত হওয়ার কথা। একাদশের ওল্টাই আসার কথা। তার বদলে ও মাঠের বাইরে বসে জল টানছে। আমার তো মনে হয়, বর্তমান ম্যানেজমেন্ট রীতিমতো স্বৈরতন্ত্র চালাচ্ছে। যা মাথায় আসছে, তাই করছে।” তবে

ম্যানেজমেন্টের এই বঞ্চনার মাঝেও ছাত্রের প্রতিভা নিয়ে ১০০ শতাংশ আত্মবিশ্বাসী কোচ। তাঁর দাবি, এই সাময়িক উপেক্ষা বৈভবের কেরিয়ায়ে কোনও দাগ ফেলতে পারবে না। মণীশের কথায়, “আমার মতে, বৈভবের তালি ঝরে নাম। যে ওর সঙ্গে টক্কর দিতে আসবে, সে আজ নয়তো কাল ভাঙতে বাধ্য। আর এই বাটা অনেক দিন টিকে থাকার জন্যই এসেছে। আমার এখানে ছ’মাস, এক বছর বা দু’-একটা আইপিএল মরশুমের কথা বলছি না। আগামী বছর ধরে ওর পারফরম্যান্স তারার মতো, সূর্যের মতো ঝলঝল করবে। যে যা খুশি করুক, ও সব জায়গায় দাপটের সঙ্গে রান করবে। ছেলটার মধ্যে ঠিক এতটাই প্রতিভা লুকিয়ে।” আইপিএল এবং জুনিয়র ক্রিকেটে দুরন্ত পারফরম্যান্সের সুবাদেই জাতীয় দলে ডাক পান। ২০২৬ সালের জুলাই মাসে তাঁর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক। পরিসংখ্যান বলছে, এখনও পর্যন্ত ৮টি ম্যাচে ১৮৬ স্ট্রাইক রেটে ২৪৬ রান করেছেন বৈভব। কিন্তু কোচের ক্ষোভ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ নিয়েই নয়। তথ্য বলছে, জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার পর থেকে ভারত মোট ১৯টি ম্যাচ খেলেছে। যার মধ্যে ১১টি ম্যাচেই প্রথম একাদশের বাইরে রাখা হয়েছে বৈভবকে। এখানেই উঠছে প্রশ্ন। সত্যিই কি তরুণ প্রতিভাকে ডানা মেলায় পর্যাপ্ত আকাশ দিচ্ছে গম্ভীরের ম্যানেজমেন্ট?

৫ উইকেট নিয়ে তৃতীয় দিন ত্রাস হয়ে উঠলেন বাদেনি, ৪২৯ রানে আলআউট বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১৩ অক্টোবর: দ্বিতীয় দিনের দুরন্ত ব্যাটিংয়ের পর তৃতীয় দিনে সেই ছন্দ ধরে রাখতে পারল না বাংলা। অভিষেক পোডেল ও সুদীপ ঘরামির শতরানে সোমবার ৬ উইকেটে ৬০৪ রান তুলে দিন শেষ করেছিল দল। দু’জনেই ছিলেন অপরাজিত। মঙ্গলবার সকালে আরও রান যোগ করেন তারা। কিন্তু দুই শতরানকারী সাজঘরে ফেরার পর বাংলার ইনিংসে আর সেই দাপট দেখা যায়নি। সুমন্ত গুপ্তের অর্ধশতরান ছাড়া বাকি ব্যাটাররা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেননি। শেষ দিকে দ্রুত উইকেট হারানোয় প্রত্যাশা মতো বড় রানও তুলতে পারল না বাংলা। অন্য দিকে, অধিনায়ক আয়ুষ বাদেনির নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাংলার ব্যাটিংয়ে লাগাম টান দিলি। সোমবার দিনের শেষে অভিষেক ১৬১ বলে ১১৪ এবং সুদীপ ২২১ বলে ১২২ রান করে অপরাজিত ছিলেন। চতুর্থ উইকেটে তাঁদের ১৯৯ রানের অবশিষ্ট জুটি বাংলাকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। প্রথম

ইনিংসে দিল্লিকে ২৪০ রানে অল আউট করার পর ব্যাট হাতেও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল বাংলা। মঙ্গলবার লক্ষ্য ছিল, সেই ভিতকে কাজে লাগিয়ে আরও বড় রান তোলা এবং প্রতিপক্ষের উপর চাপ বাড়ানো। দিনের শুরুতে দু’জনেই সাবলীল ব্যাটিং করেন। সুদীপ নিজের রান ১২২ থেকে বাড়িয়ে ১৩৬-এ নিয়ে যান। ২২১ বলের ইনিংসে তাঁর সংগ্রহে ছিল ১৬টি চার ও একটি ছয়। কিন্তু দিবিজ মেহরার বলে সুদীপের আউট হওয়ার পর বাংলার ব্যাটিংয়ে প্রথম বড় ধাক্কা লাগে। অন্য দিকে, অভিষেকও নিজের ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান। সোমবারের ১১৪ রানের সঙ্গে মঙ্গলবার আরও ৬৫ রান যোগ করে ১৪৯-এ পৌঁছন তিনি। তবে দেড়শোর দোরগোড়ায় পৌঁছেও সেই মাইলফলক স্পর্শ করা হয়নি তাঁরা। হত্যিক শোকিনের বলে আউট হন অভিষেক।



দুই ব্যাটারই ব্যক্তিগত রান বাড়ালেও তাঁদের জুটি ভাঙার পর আর নতুন করে বড় পার্টনারশিপ গড়ে ওঠেনি। অভিষেক ও সুদীপের ব্যাটিংয়ে যে ভিত তৈরি হয়েছিল, তা কাজে লাগিয়ে বাংলার ইনিংসকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সুযোগ ছিল। কিন্তু তাঁদের বিদায়ের পর দিল্লির বোলাররা ক্রমশ ম্যাচে ফিরে আনেন। অভিষেক পোডেল ও সুদীপ ঘরামির দুরন্ত শতরানের পর বাংলার ইনিংসকে আরও বড় করার সুযোগ ছিল। কিন্তু দুই ব্যাটার ফিরে যাওয়ার পর সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারল না বাংলা। সুমন্ত গুপ্ত অর্ধশতরান করে লড়াই চালালেও শেষ দিকে অন্য ব্যাটারদের কাছ থেকে রান এল না। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে প্রত্যাশিত রানের গতি ধরে রাখতে ব্যর্থ হন। সোমবার দিনের শেষে ৩ উইকেটে ৬০৪ রান ছিল বাংলা। মঙ্গলবার

ইনিংস শেষ হয় ৪২৯ রানে। অর্থাৎ, শেষ সাত উইকেট হারিয়ে আরও ১২৫ রান যোগ করে বাংলা। অভিষেকের ১৪৯ ও সুদীপের ১৩৬ রানের ইনিংসের পরও শেষ দিকে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় বড় স্কোরের সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগানো গেল না। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৬০৪ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে শক্তিশালী জায়গায় ছিল বাংলা। সুদীপ ঘরামি ও অভিষেক পোডেলের শতরানে বড় রানের ভিত তৈরি হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার ছবিটা বদলে দিলেন দিল্লির অধিনায়ক আয়ুষ বাদেনি। ১৮ ওভার বল করে ৩টি মেডেন-সহ ৪৩ রান দিয়ে ৫ উইকেট তুলে নেন তিনি। সুদীপের ১৩৬ ও অভিষেকের ১৪৯ রানের ইনিংসের পরেও বাংলার ব্যাটিংয়ের শেষ দিকে প্রত্যাশিত রান আসেনি। সুমন্ত গুপ্তের অর্ধশতরানও দলকে বড় রানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ৪২৯ রানে শেষ হয় বাংলার প্রথম ইনিংস। নভদীপ সাইনি এবং দিবিজ মেহরা ২টি উইকেট নেন। শোকিন নেন ১ উইকেট।

হুতি বিদ্রোহীদের হামলার শঙ্কার রাতে রোনাল্ডোর গোল

সংবাদ সংস্থা, রিয়াথ, ১৩ অক্টোবর: রিয়াথে আল-আওয়াল পার্কে নিরাপত্তার কারণে ম্যাচটি নির্ধারিত সময়ে শুরু হয়নি। হুতি বিদ্রোহীদের রিয়াথ অভিযুক্ত ছোড়া একাধিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত ও ধ্বংস করার কথা জানায় সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট। এরপর সৌদি নাগরিক সুরক্ষা বাহিনী নিরাপত্তা সতর্কবার্তা জারি করলে ম্যাচ এক ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়। গতকাল রাতে রিয়াথে অন্তত তিনটি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। আল-আওয়াল পার্কে গ্যালারিতে হাতে গোনা অল্প কিছু দর্শক খেলা শুরুর অপেক্ষায় গিন নিজ আসনে বসে ছিলেন। দুই দলের খেলোয়াড়েরাও অপেক্ষায় ছিলেন মাঠে। পরে সেন্ট্রিয়ামে স্পিকারে পরিস্থিতি নিরাপদ বলে ঘোষণা দেওয়ার পর শুরু হয় খেলা। সম্প্রচারকারী টিভি চ্যানেল নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগেই ম্যাচটি এক ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছিল। তবে এসব ঘটনার কোনো প্রভাব পড়েনি ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর খেলায়। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ এলিট টুর্নামেন্টে গতকাল রাতের এই ম্যাচে উজবেকিস্তানের ক্লাব নেফচি ফেরগানাের বিপক্ষে ৬-১ গোলে জিতেছে আল নাসর।



৪২ মিনিটে গোল করেন আল নাসর অধিনায়ক রোনাল্ডো। প্রথমার্ধে আধা ঘণ্টার মাথায় আঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েলের গোলে এগিয়ে যায় সৌদি ক্লাবটি। বিরতির ঠিক আগে পেশাদার ক্যারিয়ারে ৯৮১তম গোলটি পেয়ে যান পর্তুগিজ কিংবদন্তি। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে আল নাসরে যোগ দেওয়ার পর এটা তাঁর ১৬৪তম গোল। বিরতির পর নেফচি

৫১ মিনিটে একটি গোল শোখ করে। তবে ৭৮ মিনিটে আত্মঘাতী গোলও করে উজবেক ফুটবল ছয়বারের চ্যাম্পিয়নরা। গত ১৫ সেন্টেম্বের টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে আইনের কাছে ৪-০ গোলে হেরেছিল আল নাসর। সেই ধাক্কা সামলে এশিয়ার শীর্ষ ক্লাব প্রতিযোগিতায় আল নাসর এবং দলটির কোচ অ্যাঙ্ক পোস্তেকগ্লুর এটাই প্রথম জয়। আল

আইনের বিপক্ষে সে হারের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে নাটকীয় ঘটনার জন্ম দেন ৪১ বছর বয়সি রোনাল্ডো। পর্তুগালের কোচ জর্জ জেসুসের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে উয়েফা নেশনস লিগে জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়ে ফিরে যান আল নাসরে। পরে অবশ্য সতীর্থ ও সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে ভুল স্বীকার করেন রোনাল্ডো। পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন (এফপিএফ) গত শনিবার নিশ্চিত করেছে, রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের তদন্ত শুরু হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্ত কমিটির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ওদিকে রোনাল্ডো আপাতত মজেনে সৌদি আরবে। জয়ের পর বেঞ্চে বসে থাকা রোনাল্ডোকে তাঁর ক্লাবের জার্সিতে সৌদি আরবের জাতীয় প্রতীক-সবলিত লোগোয় চুমু খেতে দেখা যায়। শুধু তা-ই নয়, গ্যালারির দর্শকদের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবের স্বাক্ষরও উঁচিয়ে ধরেন কিংবদন্তি। রিয়াথ বিমানবন্দরে হুতিদের সাম্প্রতিক হামলা এবং গতকাল সোমবার রাতে ড্রোন প্রতিহত করার গুঞ্জে সৌদি আরবে যখন চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল, তখন রোনাল্ডোর এমন অঙ্গভঙ্গি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

২০২৭ বিশ্বকাপে খেলছেন রোহিত-কোহলি?

বড় বার্তা বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মিঠুনের



সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৩ অক্টোবর: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি মিঠুন মানহাস স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির খেলার সম্ভাবনা নির্ভর করা উচিত তাঁদের ফিটনেস ও পারফরম্যান্সের উপর, বয়সের উপর নয়। তবে এই দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে দলে রাখা হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব নির্বাচক ও কোচদের। পাশাপাশি, আগামী বিশ্বকাপে অধিনায়ক শুবমান গিলের পাশে অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের থাকা কতটা

গুরুত্বপূর্ণ, তা-ও তুলে ধরেছেন বিসিসিআই সভাপতি। স্পোর্টস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মিঠুন মানহাস বলেন, “রোহিত ও কোহলিকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব বিসিসিআই সভাপতির নয়। নির্বাচক ও কোচরাই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।” তবে তাঁর মতে, কোনও ক্রিকেটারকে দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে বয়সের চেয়ে তাঁর ফিটনেস ও পারফরম্যান্সকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। মানহাসের সাফ কথা, “বিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না। কারণ, সিদ্ধান্তটা নির্বাচক

ও কোচদের নিতে হবে। তবে আমার মতে, দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফিটনেস ও পারফরম্যান্সই মাপকাঠি হওয়া উচিত, বয়স কখনওই নয়।” তিনি আরও বলেন, “কোনও ক্রিকেটার যদি খেলার মতো ফিট থাকেন, ভালো পারফরম্যান্স করেন এবং দেশের হয়ে ম্যাচ জেতাতে পারেন, তা হলে সেটাই তাঁর দলে থাকার প্রধান মাপকাঠি হওয়া উচিত।” ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব থাকবে শুবমান গিলের উপর। সেই কাজে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা ও হার্পিক পাণ্ডিয়ার মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের পাশে পাওয়া গিলের জন্য সহায়ক হবে বলে মনে করেন মানহাস। বোলিং বিভাগে জশপ্রীত বুমরার অভিজ্ঞতাও দলকে সাহায্য করতে পারে। মানহাস বলেন, “দলে বিরাট, হার্পিক ও রোহিত থাকলে শুবমানের অবশ্যই সুবিধা হবে। বুমরার মতো ক্রিকেটারও রয়েছে, যে বোলিং বিভাগকে নেতৃত্ব দিতে পারে। একই ভাবে কলিংহয়ের দায়িত্বও কেউ সামলাতে পারে। আসল বিষয় হলো, দলের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া।” চাপের মুখে অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সের গুরুত্বও তুলে ধরেছেন বিসিসিআই সভাপতি। তিনি বলেন, “ওরা অনেক বার চাপের মুখে খেলেছে এবং কঠিন পরিস্থিতিতে দলকে সাফল্য এনে দিয়েছে। তাই দলে অভিজ্ঞ ও তরুণ ক্রিকেটারদের এই মিশ্রণ খুবই ভালো।”

বন্ধু অভিষেককে হারিয়ে নয়া ইতিহাস গিলের!

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ১৩ অক্টোবর: লড়াই ছিল দুই ‘বন্ধু’র মধ্যে। সেখানে জিতলেন শুভমান গিল। আইসিসি’র সেরার তালিকায় ইতিহাস গড়লেন ভারত অধিনায়ক। হারালেন তাঁরই প্রিয় বন্ধু অভিষেক শর্মা। সব মিলিয়ে আইসিসি’র সেপ্টেম্বর মাসের ‘সেরা’র তালিকায় ভারতের জয়জয়কার। পূর্বসূর ক্রিকেটে গিল, অন্যদিকে মহিলাদের ক্রিকেটে মাসের সেরা হলেন ভারতীয় ওপেনার শেফালি বর্মা। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ভারত তিনটি ওয়ানডে খেলেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আগুনে ফর্মে ছিলেন গিল। ৩ ম্যাচে করেছেন ৩৩৪ রান। দু’টো সেঞ্চুরির মধ্যে একটি ডবল সেঞ্চুরি আছে। সর্বোচ্চ অপরাজিত ২২৬। সব মিলিয়ে তাঁকেই মাসের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে পাঁচবার মাসের সেরা ক্রিকেটার



হলেন গিল। যে নজির অন্য কোনও ক্রিকেটারের নেই। ইতিহাস গড়ার পথে পিছনে ফেলেছিলেন অভিষেক “পঞ্চমবার আইসিসি’র মাসের সেরা ক্রিকেটার হয়ে দারুণ লাগছে। রান করতে পারাটা আমার কাছে আনন্দের। ঘরের মাঠে দর্শকদের সামনে বড় রান ত্যাগ করে দলকে জেতানোর লক্ষ্যই সবচেয়ে বড় প্রেরণা। এখন ওয়ানডে ক্রিকেটের গতি বেড়ে গিয়েছে। তাই উপস্থিতি বৃদ্ধি কাজে লাগিয়ে পিচের পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। আমার লক্ষ্য, আগামী বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপের জন্য ভালো দল তৈরি করা।” মহিলাদের ক্রিকেটে মাসের সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন শেফালি বর্মা। এশিয়া কাপ ও এশিয়ান গেমসে ভারতের সোনালি সাফল্যের অন্যতম কারিগর শেফালি। এশিয়া কাপে ৩৬০ রান ছাড়াও ৬ উইকেট পেয়েছেন। অন্যদিকে এশিয়াডে সেঞ্চুরি করেছিলেন।

সুচিকিৎসা

২৮ বর্ষ ○ একাদশ সংখ্যা ○ ১ অক্টোবর ২০২৬

শারদীয়া সুচিকিৎসা

১৪৩৩

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পারশের কোডটি স্ক্যান করুন